OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 01 - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের কবিতায় রমণীর সৌন্দর্য নির্মাণে অলংকার

ড. অজয় কুমার দাস
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়
চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর
Email ID: ajoy.003@rediffmail.com

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Vaishnava literature, Gobindadas, Radha, Krishna, Ornaments, Goldsmith, Neclace, Nupur, Bangles.

Abstract
Gobindadas is a poet of beauty. In his poems, ornaments are the main ingredients in creating beauty in his hero - heroines. Ornaments are talking birds in his poems. Krishna in his poems radiant. His Radha, adorned with ornaments is gorgeous, lamp of beauty. Krishna, the goldsmith in his poems touches Radha with love and affection with his self-made necklace. In a sense, Gobindadas is the singer of nupur. In Vaishnava literature he is unparalleled in using exquisite symphony of nupur. Radha is a real beauty of mortal world in his poems. She gets herself ready for the 'abhisara' by tying nupur to her feet. Stair for attaining spiritual truth is ready for her. She keeps her glance on the blue firmament. The sound of her footsteps, the soothing sound of her nupur is resonated throughout the world. His poems feature Radha's almost every limbs, her head, forehead, ears, throat, upper and lower arms, waist, feet adorned with pretty ornaments. He enhances her beauty with adding gajamoti necklace. In a word, Gobindadas is unsurpassable among Vaishnava poets of medieval period in splendid use of ornaments.

Discussion

১

কবি গোবিন্দদাস। সৌন্দর্য সাধনায় সিদ্ধ তাপস কবি। রূপের প্রতি অসীম অনুরাগ তাঁর। রাধিকাকে নানা অলংকারের সজ্জায় সজ্জিত করতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বিদ্যাপতি তো মিথিলার রাজসভার কবি, তিনি অবাঙালিও। আর গোবিন্দদাস বাঙালি ভক্ত বৈষ্ণব কবি। তিনি রাজসভা তো দূর অস্ত, এই শিশির ভেজা বাংলাদেশের জল হাওয়ায় লালিত বর্ধিত। এক অর্থে বাঙালি বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে তিনি ধ্রুবতারা। রাধিকাকে অলংকারের সুনির্মিতি প্রাসাদপুরীতে প্রতিস্থাপিত করেছেন কবি। অলংকার সজ্জায় রাধা হয়ে উঠেছেন সর্বোত্তম। পদের পর পদে তিনি শ্রীরাধার রূপ বর্ণনা করে গেছেন। তিনি রমণীকুলের শ্রেষ্ঠ, মুকুটমণি ধারিণী। তাঁর কাঁচুলিতে নীল মণিহারের আভরণ। তাঁর কিঙ্কিণি ও কটি ভূষণে মণি ঝঙ্কার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ধ্বনিত হয়। তাঁর পদদ্বয় পদ্মের মত। সেখানে মণিময় নূপুরের শব্দ শোনা যায়। সোনার রঙের মত উজ্জ্বল তাঁর সর্ব শরীর। গোবিন্দদাসের 'শ্রীরাধার রূপ' - পর্যায়ের একটি গোটা কবিতাকে অবলম্বন করে দেখানো যেতে পারে, কিভাবে তিনি তাঁর কবিতা শিল্পে পূর্ণতর সৌন্দর্যের অন্বেষণ করেছেন। রাধিকার সৌন্দর্য তাঁর কেশ বিন্যাসে, তাঁর কুণ্ডলিত খোঁপায়, তাঁর কবরী বন্ধনে। কবি লিখলেন -

"গলে মোতিম - হার সুরঙ্গ মালা।
কুচ – কাঞ্চন - শ্রীফল তাহে খেলা।।
নব – যৌবন - ভার - ভরে গুরুয়া।
তঁহি অঙ্গে সুলেপন গন্ধ চুয়া।।
খিণ উদর পাশে শোভে ত্রিবলী।
কটি কিঙ্কিণী জানু হেম - কদলী।।
পদ - পঙ্কজ পাশে শোভে আলতা।
মণি - মঞ্জির তোড়লমল্ল পাতা।।"[১]

রাধিকার স্তনযুগল যেন সোনার বেল ফল। কটিতে কিঙ্কিণির ধ্বনি। আর তাঁর চরণ পদ্মে মণিময় নূপুর। তাঁর মুখমণ্ডলে কখনো শারদ পূর্ণিমার চন্দ্রশোভা, কখনো ঢেউ খেলানো জ্যোৎস্না রাশি, সৌন্দর্যের আনন্দ আশ্রম।

গোবিন্দদাস 'অলংকার' প্রিয় কবি। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে বিদ্যাপতি ছাড়া একমাত্র তাঁর সৃষ্টি নানা শ্রেণির অলংকারে টইটম্বুর। বৈষ্ণব পদাবলীতে তিনি যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা আলোর ঝর্ণা ধারা। তাঁর কৃষ্ণ জ্যোতির্ময়। তাঁর রাধা বহু রত্ন-অলংকার শোভিতা, রূপময় সৌন্দর্যের দীপাধার।

গজমোতির অলংকার : নায়িকার রূপ বর্ণনায় অনেক স্থানে বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি স্তনকে সুমেরুর সঙ্গে এবং গজমোতির হারকে গঙ্গাধারার সঙ্গে তুলনা করেছেন। মধ্যযুগে বহু ব্যবহৃত ব্যতিরেক অলংকার গোবিন্দদাসের পদাবলীতে এসেছে। কবি লিখেছেন -

"করিবর - কর জিনি বাহু সুবলনি
দোসরি গজমতি হার।
সুমেরু শীখর উপরে যৈছন
বহই সুরধুনি – ধার।"[২]

গৌরচন্দ্রের রূপের সীমানা নেই। যেমন কৃষ্ণের রূপ দেখে কুলবতীর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি তাঁর রূপ। নবদ্বীপের ভক্তগণ বিস্ময়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেন শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ। নবদ্বীপচন্দ্র গৌরাঙ্গের বাহুতে শোভা পাচ্ছে গজমোতি হার।

রাধাকৃষ্ণের 'মিলন ও সম্ভোগ' বিষয়ক 'যুগল বিলাস'-এর ভিন্ন একটি পদে অশেষ সুখে নিমজ্জিত প্রেমিক যুগলের রূপ অঙ্কন করেছেন গোবিন্দদাস। কবি লিখেছেন -

"আধ পহিরণ হিরণ কিরণ আধ নীলমণি জ্যোতি।
আধ অঙ্গে বনমালা দুলে আধে বিরাজিত গজমোতি।।"[৩]

প্রতি কবিতার ছত্রে ছত্রে এমন রূপসমুদ্রের অপরূপ নির্মাণ কেবল গোবিন্দদাসের পক্ষেই সম্ভব। গলায় গজমোতির হার শোভিত শ্রীমান কৃষ্ণ। আর শ্রীমতীর তো কথাই নেই। এ যেন অলংকরণের অপূর্ব শোভাময় প্রাসাদ।

'অভিসার' পর্যায়ে রাধার রূপ বর্ণনায় গোবিন্দদাস আরো সংবেদী। আশ্চর্য 'পঙারক' (প্রবাল)-এর মাঝে মাঝে যেন গজমোতি গাঁথা রয়েছে। লাল টুকটুকে ঠোঁটকে প্রবালের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর দাঁত শুভ্র বলে তাঁর সঙ্গে মূল্যবান গজমুক্তার উপমা দেওয়া হয়েছে। কবি বলেছেন -

"হাসি দেখাওয়ে মুখ দশনক জ্যোতি।
পঙারক মাঝে গাঁথল গজ-মোতি।।"[৪]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গোবিন্দদাসের পদে সোনার অলংকারের অজস্র ঝুরি। যেন স্বর্ণময় সুরলোক। স্বর্ণবণিক তো কবির কবিতা রথের সারথি। 'বন্দনা' অংশে অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের কথা কবি বলেছেন, সেখানেও দেবতাকে সুবর্ণের অলংকারের সঙ্গেই তুলনা করেছেন। কবি লিখেছেন -

"এক অনেক এক পুণ রাজসি
কনকাভরণ আকার।
অভরণ - নামরূপ সব হেরই
কনক হেরি বণিজার।।"[৫]

ভগবান সেই সুবর্ণের অলংকারের মত। সাধারণজন দেখে যে অলংকারগুলির নাম ভিন্ন ভিন্ন, রূপও বিভিন্ন। যেমন - হার, কুণ্ডল, বলয়, কঙ্কণ ইত্যাদি। কিন্তু যিনি সোনার ব্যবসা করেন, তিনি ঐ সমস্ত বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কেবল কতটা সোনা আছে তাইই দেখেন।

গোবিন্দদাসের কবিতায় পাওয়া যায় - সোনার পদ্ম, সোনার দর্পণ, সোনার ঝোলনা প্রভৃতি।

সোনার পদ্ম : "কাঞ্চন কমলক কান্তি কলেবর
বিহরই সুরধুনি তীর।"[৬]

সোনার দর্পণ : "কনক মুকুরে আপন মুখ হেরি।
সহচরি আগে কহই বেরি বেরি।।"[৭]

সোনার ঝোলনা : "কনকে রচিত মণি মরকত
সুখদ সেজ ঝোলনায়।।"[৮]

হার : হারের আর এক নাম মুক্তাবলী। হার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলংকার। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য হারের বর্ণনায় টইটম্বুর। হারের লহরগুলির নাম যষ্টি, লতা, সর ও সরি। লহরের সংখ্যা অনুযায়ী হারের নাম – দেবচ্ছন্দ, বিজয়চ্ছন্দ, মন্দর প্রভৃতি। স্বর্ণহারই অন্যতম প্রধান। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য হারের বর্ণনায় টইটম্বুর।

গোবিন্দদাসের কবিতা যেন হারের উপমা। তাঁর কবিতার সৃষ্টিলোক মুক্তো এবং মণি-মাণিক্য দিয়ে গড়া। কবির কবিতায় কখনো রাধিকা হার বোনেন। কখনো তাঁর কণ্ঠে হারের মালা। কোন কবিতায় মনোহর হার শোভা পায়। কখনো তাঁর কবিতা মুক্তো দিয়ে সৃষ্টি। কখনো হার দিয়ে তিনি শ্যামকে জয় করেন। কখনো তপ্ত ও তৃষিত প্রাণকে শান্ত করার জন্য হার ত্যাগ করেন। কখনো কৃষ্ণের স্পর্শ সম্পূর্ণ পাওয়ার জন্য তিনি হার পর্যন্ত পরেননি। কখনো হারকে বাসুকি সাপের উপমায় ব্যবহার করেন। এই সাপের সাহায্যে সমুদ্র মন্থনের কাজ করা হয়েছে। কখনো তিনি কৃষ্ণের হৃদয়ে হার প্রত্যক্ষ করেন। কখনো আবার কৃষ্ণও রাধার মনরূপ রত্ন হরণ করেছেন। এবং নিজের প্রেম-মণির সঙ্গে তা যুক্ত করে হার বানিয়েছেন। সেই হার রাধার গলায় পরিয়েছেন। কবির কবিতায় হারের ব্যবহার নিম্নরূপ -

১. 'প্রভাত লীলা'র এই পদটিতে ভোরাইয়ের সুর বেজে ওঠে। গুরুজন জেগেছেন। ঘরের কাজ সমাপন করছেন। আর রাধিকা ফুল তুলে হার গাঁথছেন -

"কুসুম তোড়ি কোই গাঁথহি হার।
কোই ঘর বাহির করত বিহার।।"[৯]

২. এটিও 'প্রভাত লীলা' পর্যায়ের পদ। রজনী প্রভাত হল। রাধিকার কানে গহনা। গলায় মণিময় সোনার হার। কবি লিখেছেন -

"শ্রবণহি তাড়ক মণিময় হাটক
কণ্ঠে বিরাজিত হার।"[১০]

৩. 'পূর্ব্বাহ্ন – লীলা'র এই পদটিতে কৃষ্ণ গোষ্ঠে সখাদের সঙ্গে খেলা করছেন। সুবলের হাত ধরে বনবিতানে যাচ্ছেন। আর ফুল গাছ দেখে ফুল তুলে যত্ন করে হার বানাচ্ছেন। -

"তরু তরু হেরি কুসুম তহিঁ তোড়ই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যতনহি হার বনাই।”[১১]

৪. আলোচ্য ‘সায়াহ্ন–লীলা’র এই পদটিতে অন্যান্য রাখাল বালকের সঙ্গে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন কৃষ্ণ। গোধূলি বেলায় তাঁর গলায় শোভন সুন্দর হার -

“রঙ্গ পটাম্বর হার মনোহর
গোধূলি ধূসর অঙ্গ।।”[১২]

৫. আবার ‘সায়াহ্ন-লীলা’র এই পদটিতেও সেই সন্ধ্যাকালে নন্দরানি পুত্রের গলদেশে পরিয়ে দিচ্ছেন তেমনই একটি হার-

“বাসিত কুঙ্কুম হার উরে লম্বিত
কি কহব গোবিন্দদাস।।”[১৩]

৬. প্রতিটি চরণ ‘হ’ – কার দিয়ে শুরু হওয়া এই পদটি চিত্রগীতি পর্যায়ের শেষ পদ। এখানে শ্রীরাধা সোনার হার আর বুকে ধারণ করেন না। তাঁর চোখ দিয়ে কেবলই জল পড়ে। মুহূর্তকে যুগ মনে হয়। আসলে গভীর প্রণয় রাধিকার হৃদয়কে কুরে কুরে খায়। কবি লিখেছেন -

“হিরণক হার হৃদয়ে নাহি ধরই।
হরি-মণি হেরি সঘনে জল খলই।।”[১৪]

৭. মোতিম হার : ‘শ্রীকৃষ্ণের রূপ’ – পর্যায়ের এই পদটিতে কৃষ্ণ আশ্চর্য অপরূপ রূপময়। তাঁর সর্ব শরীরে সৌন্দর্যের অপরূপ ছটা। তাঁর গলদেশে রত্ন শোভিত মোতির হার শোভা পাচ্ছে -

“গীম শোহত রতন - রাজ।
মোতিম-হার লোলনি।।”[১৫]

৮. মুক্তার হার : ‘শ্রীকৃষ্ণের রূপ’ - পর্যায়ের এই পদটিতে কৃষ্ণের নাসিকায় মুক্তোর অলংকারের প্রসঙ্গ এসেছে। কবি লিখেছেন -

“ভাঙ বিভঙ্গিম লোচনলোর।
নাসা উন্নত মোতিম জোর।।”[১৬]

৯. হার : ‘শ্রীরাধার রূপ’ পর্যায়ের এই পদটিতে রাধার বক্ষের মুক্তাহারের অপূর্ব কাব্যময় ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছেন কবি -

“অরুণ - কিরণ পুন অধরে হেরি হেরি
হার - তরঙ্গিনি – কুল।”[১৭]

১০. হার : রাধিকার হৃদয়ে কেবল শ্যাম নাম। আর তাঁর গলার হারও শ্যামবর্ণের রূপ ধারণ করেছে -

“শ্যামর হার হৃদয় জনি শ্যামর
শ্যামর সখি করু কোর।।”[১৮]

১১. হার : আলোচ্য পদটিও শ্রীরাধার পূর্বরাগ বিষয়ক পদ। বিরহে জর্জর রাধা। তিনি হার ত্যাগ করেছেন, মৃত্যুর সংকল্প গ্রহণ করেছেন। কবি লিখেছেন -

“মুকত কবরী ভার হার তেয়াগল
তাপিত তিসিত পরাণে।।”[১৯]

১২. হার : অনুরাগ পর্যায়ের এই পদটিতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণকে তাঁর জীবন মনে করেছেন। সব উপেক্ষা করেছেন তিনি। কৃষ্ণকে গলার হার মনে করে বনে চলে যেতে চান তিনি। কবি লিখেছেন -

“সবহুঁ উপেখি যাই বন পৈঠব
কানু গীমে করি হার।”[২০]

১৩. আলোচ্য অনুরাগ পর্যায়ের এই পদটিতে রাধিকা কৃষ্ণের স্পর্শ পাওয়ার জন্য হার পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছেন-

“হিয়া ঘন - সার হার নাহি পহিরলুঁ
যাক পরশ – রস - আশে।”[২১]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৪. নিম্নোক্ত পদটি 'মিলন ও সম্ভোগ' পর্যায়ের। এই পদটিতে রাধিকার হারকে বাসুকি সর্পের সঙ্গে তুলনা করেছেন কবি। কবি এখানে পৌরাণিক সমুদ্র মন্থনের অনুষঙ্গ এনেছেন। কবি লিখেছেন –

"উচ - কুচ – মন্দর হার – ভুজগ - বর
মেলি মথন নিরবাহি।।"[২২]

১৫. 'দোল ও ঝুলন' পর্যায়ের এই একটি পদে কৃষ্ণ হচ্ছেন রাধিকার হার স্বরূপ -

"কানুক হৃদয় হার হরি পুন রতিরসে ভোর।
উচ কুচ কঞ্চুক লুঞ্চয়ে পুন হাসি দেই কোর।।"[২৩]

১৬. আলোচ্য রসোদ্গারের পদটিতে শ্রীরাধা কৃষ্ণকে ছলনাময় স্বর্ণকার বলেছেন। স্বর্ণকারের মতই প্রেমিক কৃষ্ণ বাঁশের চোঙায় ফুঁ দিয়ে সজ্জিত কাঠের মাধ্যমে কামনার আগুন জ্বালিয়েছেন রাধিকার হৃদয়ে। প্রেমের মণি জুড়ে জুড়ে তৈরি হার রাধিকাকে পরিয়েছেন কৃষ্ণ। অলংকার এখানে ব্যতিরেক। স্বর্ণকার আশ্চর্য লোকশিল্পী। সেই হারকে রাগ, অনুরাগ এবং অনুভবের রঙে রঙিন করেছেন রাধিকা। কবি লিখেছেন -

"মঝু মন - কাঞ্চন আপন প্রেম মণি
জোরি পিন্ধায়ল হার।।"[২৪]

নূপুর : সাহিত্যে নূপুরের বহুল ব্যবহার। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পর্যন্ত এর সুবিস্তৃত ক্ষেত্র। নূপুর অলংকার। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর 'প্রাচীন শিল্প-পরিচয়' – গ্রন্থে নূপুরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। প্রাচীনকালে নূপুর কোন উপাদানে তৈরি হত, সে বিষয়ে তেমন কোন পরিচয় মেলে না। নূপুরে মণি সংযোগের উল্লেখ করেছেন বেদান্ততীর্থ মহাশয়। কিন্তু মণিসংযোগই নূপুরের উপাদান কিনা, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়নি। প্রাচীন কালের নূপুরের আকৃতি বিষয়েও স্পষ্ট ধারণা করা মুশকিল। তবে 'হংসক' (ছন্দোবিশেষ বা তাল বিশেষ) শব্দ থেকে তিনি ধারণা করেছেন, নূপুরের আকার হাঁসের মত ছিল। তিনি লিখেছেন - "কাদম্বরীতে নূপুর শব্দে হংসের আকর্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।[২৪-ক]

একথা ঠিক, লোকবাদ্য রূপে নূপুরের ব্যবহার অস্বীকার করা যায় না। পেতল – কাঁসা - তামার তৈরি ফাঁপা নল দিয়ে নূপুর তৈরি হয়। নূপুর পায়ের অলংকার। পায়ের পাতায় বেড় দিয়ে এই অলংকার পরানো হয়। একালে রুপোর নূপুরের প্রচলন বেশি। নূপুর গ্রাম্য লোকবাদ্য। এটিকে পায়ের অঙ্গদও বলা হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যে নূপুরের ব্যবহার এত বেশি যে, এটিকে বৈষ্ণবীয় অলংকার বা বৈষ্ণবীয় লোকবাদ্য বললেও তেমন কোন অত্যুক্তি হবে না।

গোবিন্দদাস তাঁর কবিতায় এত বেশি নূপুরের ধ্বনি শুনিয়েছেন যে, তাঁর কবিতাকে নূপুরময় মনে হয়। তাঁর পদাবলীতে নূপুরের উল্লেখ এসেছে অসংখ্যবার - (পৃঃ ১৪, পদসংখ্যা - ১৫), (পৃঃ ৩৪, পদসংখ্যা - ৫৪), (পৃঃ ৫৩, পদসংখ্যা - ১০৫), (পৃঃ ৫৬. পদসংখ্যা - ১১১), (পৃঃ ৭০, পদসংখ্যা - ১৩৪), (পৃঃ ৭৬, পদসংখ্যা - ১৪৪), (পৃঃ ৭৯, পদসংখ্যা - ১৫০), (পৃঃ ৮১, পদসংখ্যা - ১৫৪), (পৃঃ ৮২, পদসংখ্যা - ১৫৬), (পৃঃ ৮৫, পদসংখ্যা - ১৬০), (পৃঃ ৮৬, পদসংখ্যা - ১৬৩), (পৃঃ ৮৭, পদসংখ্যা-১৬৪), (পৃঃ ৯১, পদসংখ্যা - ১৭৩), (পৃঃ ৯৮, পদসংখ্যা - ১৮৫), (পৃঃ ১৬০, পদসংখ্যা - ৩০৭), (পৃঃ ১৭৮, পদসংখ্যা - ৩৪৭), (পৃঃ ১৮১, পদসংখ্যা - ৩৫১), (পৃঃ ১৭৯, পদসংখ্যা - ৩৪৮), (পৃঃ ১৮৯, পদসংখ্যা - ৩৬৬), (পৃঃ ১৯১, পদসংখ্যা - ৩৭০), (পৃঃ ১৯৮, পদসংখ্যা - ৩৮৪), (পৃঃ ২০০, পদসংখ্যা - ৩৮৮), (পৃঃ ২০০, পদসংখ্যা - ৩৯০), (পৃঃ ২১২, পদসংখ্যা - ৪১৮), (পৃঃ ২৬১, পদসংখ্যা - ৫২৪), (পৃঃ ২৬৩, পদসংখ্যা - ৫২৯), (পৃঃ ২৭৩, পদসংখ্যা - ৫৫৫), (পৃঃ ২৭৬, পদসংখ্যা - ৫৫৯), (পৃঃ ২৭৬, পদসংখ্যা - ৫৬০), (পৃঃ ২৭৬, পদসংখ্যা - ৫৬১), (পৃঃ ২৮০, পদসংখ্যা - ৫৬৯), (পৃঃ ২৮৫, পদসংখ্যা - ৫৮৩), (পৃঃ ২৮৭, পদসংখ্যা - ৫৮৬), (পৃঃ ২৯৪, পদসংখ্যা - ৫৯৯), (পৃঃ ৩০৩, পদসংখ্যা - ৬১৭), (পৃঃ ৩৩১, পদসংখ্যা - ৬৭১), (পৃঃ ৩৪৪, পদসংখ্যা - ৭০৭), (পৃঃ ৩৪৪, পদসংখ্যা - ৭০৮)[২৫]

চৈতন্যদেবের মূর্তি অঙ্কন করেছেন গোবিন্দদাস। তিনি ধীরে ধীরে চলেছেন। তাঁর চরণে নূপুর বাজে। নূপুরের শোভা গৌরাঙ্গের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। কোন পদে রাধিকার রাত্রি বিলাসের চিহ্ন। তিনি নূপুর খুলে ফেলেছেন। কেননা নূপুরের শব্দে লোকে সবকিছু জেনে যাবে। তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন। তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। কবি লিখেছেন -

"নূপুর ঘুচায়ে পহু এই বেলায় চল তহু

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নিশবদে ঘুচায়ে কপাট।।"[২৬]

তখন নৈশকাল। বসন্ত বাতাস। বনে বনে ফুলের সমাহার। ভ্রমর - ভ্রমরী মধু পান করে আনন্দে মত্ত। আর রাধার পায়ে নূপুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এ কবির অনুপ্রাস শাসিত কাব্যপঙক্তি। নূপুরের এমন শব্দ শুনিয়েছেন কবি। কখনো 'রণঝণ কিঙ্কিণী নূপুর', কখনো 'কিঙ্কিণী রণরণি নূপুর'। আবার কখনো পায়ের নূপুরকে কবি কলহংসের ডাক বলে মনে করেছেন-

"পদতল খুলল - কমল অনুরাগ।
তাহে কলহংসকি নূপুর জাগ।।"[২৭]

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় গোবিন্দদাস বাঁধনহীন। আশ্চর্য সে কবিতার লাবণ্য। কবি লিখেছেন -

"চিকণ কালা, গলায় মালা, বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে, ভ্রমর বুলে, তেরছ নয়ানে চায়।।"[২৮]

রাধার রূপ বর্ণনায় গোবিন্দদাস 'হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তি'র পূর্ণতার প্রশান্তি এনেছেন তাঁর কবিতায়। নূপুরের অনুপ্রাসিত ধ্বনি বহুবার তাঁর কবিতায় ফিরে ফিরে এসেছে। নূপুরের গঠনের মত শব্দকে অনুপ্রাসের আঙ্গিকে তিনি বারবার ভেঙেছেন এবং গড়েছেন। -

"রুনু রুনু রুনু ঝুনু নু নু নু
বাজত নূপুর কিঙ্কিণী।"[২৯]

কিংবা -

"ঝুনু রুনু রুনু, ঝনক ঝনন, বোলত নূপুর কিঙ্কিণী।"[৩০]

এরকম শব্দ নিয়ে ইচ্ছে মতো খেলা করেছেন কবি। এমন আশ্চর্য অনুপ্রাসিত তান সৃষ্টি মধ্যযুগে আর কোন কবির কবিতায় মেলে না।

গোবিন্দদাসের কবিতায় নিম্নোক্তভাবে হার এসেছে -

১. 'বন্দনা' অংশে গৌরাঙ্গদেবের আধ্যাত্মিক মূর্তির পরিচয় দিয়েছেন কবি। গৌরাঙ্গের সৌন্দর্য ভক্তকে আকুল করে। তাঁর মধুর বাণী অমৃতের চেয়েও মিষ্ট। তাঁর অরুণ চরণে নূপুর বাজে। জগৎ প্রেমময় হয়ে ওঠে। কবি লিখেছেন -

"অমিয়া জিতল মধুর বোল।
অরুণ চরণে মঞ্জির রোল।।"[৩১]

২. 'অষ্টকালীয় লীলা' পর্যায়ের এই পদটিতে ঊষার অরুণরাগ দেখা যায়। নূপুর খুলে ফেললেন রাধিকা। রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদ ঘটে গেল -

"নূপুর ঘুচায়ে পহু এই বেলায় চল তহু
নিশবদে ঘুচায়ে কপাট।।"[৩২]

৩. আলোচ্য 'নৈশ লীলা'র এই পদটিতে বসন্তের আগমন ঘটেছে। রাধিকার নূপুরের ধ্বনি শোনা যায়। রাধিকার হৃদয়ে কামদেবের প্রকাশ -

"তাহিঁ গমন করু বিদগধ- রাজ।
রণঝন কিঙ্কিণী নূপুর বাজ।।"[৩৩]

৪. এটিও 'নৈশ লীলা'র পদ। এখানে রাধার শঙ্খ - বলয় খসে পড়েছে। নূপুর দুটিকে সোজা করে পরানোর কথা বলেছেন কবি। কামনা জর্জরিত রাধা। কবি লিখেছেন -

"বিগলিত কম্বু - বলয়গণ মোর।
সীধে পীন্ধায়হ নূপুর জোর।।"[৩৪]

৫. 'চিত্রগীতি' পর্যায়ের এই পদটিতে রাধার চোখে ঘুম নেই। নিজের কাছেই তিনি নূপুর রেখেছেন। কবি লিখেছেন -

"নিরসি নূপুর নিয়ড়ে নিকসই
না ধর নিরমল চোল।।"[৩৫]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৬. আলোচ্য পদটিও 'চিত্রগীতি' পর্যায়ের। পদটিতে নূপুরের মহিমা কৃষ্ণকে গৌরবান্বিত করে তুলেছে -

"মঞ্জু – মঞ্জীর - মহিম মহিমাময়।
গোবিন্দদাস গুণ গান।।"[৩৫.ক]

৭. 'বাল্যলীলা ও গোষ্ঠলীলা'র এই পদটিতেও বেজেছে নূপুর। গোষ্ঠে ব্রজরাজ কিশোর কৃষ্ণ -

"মণি - মঞ্জির বাজত রুণিঝুনিয়া।
গোবিন্দদাস কহ ধনি ধনি ধনিয়া।।"[৩৬]

৮. আলোচ্য পদটিও 'বাল্যলীলা ও গোষ্ঠলীলা'র পদ। কিশোর কৃষ্ণের পায়ে পায়ে বেজে ওঠে নূপুর। কবি লিখেছেন -

"নবকুল মাল বিরাজিত উরপর
কিঙ্কিণী রণরণি নূপুর পায়।"[৩৭]

৯. 'শ্রীকৃষ্ণের রূপ' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে কৃষ্ণের পায়ের নূপুরের ধ্বনিকে মনে হচ্ছে যেন কলহংসের ডাক। কবি লিখেছেন -

"পদতল খুলল - কমল অনুরাগ।
তাহে কলহংসকি নূপুর জাগ।।"[৩৮]

১০. 'শ্রীকৃষ্ণের রূপ' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতেও কৃষ্ণের অঙ্গে মণিময় অলংকার। পায়ে নূপুরের শব্দ। কবি লিখেছেন -

"মণিময় অভরণ নূপুর রণঝন
মদন - মন্থর গতি – ভাতি।"[৩৯]

১১. নিম্নোক্ত পদটিও 'শ্রীকৃষ্ণের রূপ' পর্যায়ের। আলোচ্য পদটিতে দেখা যাচ্ছে, গজরাজের মত চলেছেন শ্রীকৃষ্ণ। আর তাঁর পায়ে মণিময় নূপুর রুনুঝুনু বেজে চলেছে -

"গজপতি - ভাতি গমন অতি মন্থর
মণি-মঞ্জীর বাজত রুণুঝণিয়া।"[৪০]

১২. উপরিউক্ত পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতেও শ্রীকৃষ্ণের রক্তাভ পদদ্বয়ে মণিময় নূপুর বাজে। কবি লিখেছেন -

"অরুণিত চরণে রণিত মণিমঞ্জির।
আধ আধ পদচলনি রসাল।।"[৪১]

১৩. আলোচ্য পদটিও 'শ্রীকৃষ্ণের রূপ' পর্যায়ের। এই পদটিতে শ্যামল বরন শ্রীকৃষ্ণের গলায় মালা, তাঁর পায়ে বাজে নূপুর। কবি লিখেছেন -

"চিকণ কালা, গলায় মালা, বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে, ভ্রমর বুলে, তেরছ নয়ানে চায়।।"[৪২]

১৪. 'শ্রীরাধার রূপ' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে কবি বলেছেন, রাধার সুন্দর পদদ্বয় আলতায় রাঙা। তাঁর পায়ে বাজে নূপুর-

"মঞ্জু চরণযুগ যাবকরঞ্জন
খঞ্জন গঞ্জন মঞ্জীর বাজে।"[৪৩]

১৫. 'মিলন ও সম্ভোগ' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে মিলনরত রাধাকৃষ্ণ। তাঁদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কবি লিখেছেন-

"দুহুঁ নূপুর – ধনি দুহুঁ মণি - কিঙ্কিণী
কঙ্কণ – বলয়া – নিসান।।"[৪৪]

১৬. 'অভিসার' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে কবি বলেছেন, রাধিকার পদদ্বয়ে আলতার রাঙা রঙ। পায়ে নূপুর। নূপুরের শব্দ শোনা যায়। কবি লিখেছেন -

"কুঞ্জচরণযুগ যাবক - রঞ্জন
খঞ্জন - গঞ্জন মঞ্জির বাজে।"[৪৫]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৭. নিম্নোক্ত পদটিও 'অভিসার' পর্যায়ের। আলোচ্য পদটিতে রাধিকার অভিসার যাত্রার উল্লেখ করেছেন কবি। অভিসারিণী তিনি। তাঁর চরণে নূপুর বাজে -

"চরণ নূপুর বাজত রুনুঝুনু।
মদনবিজয়ী বাণ হাতে ফুলধনু।।"[৪৬]

১৮. অভিসার যাত্রার কালে সখী রাধিকাকে উপদেশ দিয়েছেন নূপুরের মুখ তুলা দিয়ে বন্ধ করার জন্য, যাতে নূপুরের শব্দ না হয়। কবি লিখেছেন -

"নূপুর - মুখ ভরি তুলক পুঞ্জ।
মন্থরগতি চলু কেলি – নিকুঞ্জ।।"[৪৭]

১৯. রাধিকা অভিসার যাত্রার জন্য গৃহের প্রাঙ্গণে পায়ের নূপুর বেঁধে পথ চলা অভ্যাস করছেন। কবি লিখেছেন-

"কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।"[৪৮]

২০. 'অভিসার' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে রাধিকা মিলনের জন্য আকুল হয়েছেন। আর সেজন্য যত্ন করে মণিময় নূপুর পরেছেন। কবি লিখেছেন -

"মণিময় নূপুর যতনে আনি ধনি
সো পহিরলি নিজ হাতে।"[৪৯]

২১. আলোচ্য পদটিও 'অভিসার' পর্যায়ের। এখানে রাধিকা কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু তাঁর দেখা নেই। অবশেষে নূপুরের ধ্বনি শুনেছেন। খুশি হয়েছেন তিনি -

"নূপুর - বলিত - কলিত বর মাধুরী
শুনইতে শ্রবণে উল্লাস।"[৫০]

২২. আলোচ্য পদটিতেও রাধিকা নীল বসন পরে অভিসার যাত্রা করছেন। তাঁর চরণে নূপুর রুনুঝুনু বেজে উঠছে। -

"চরণেতে নূপুর বাজয়ে রুনুঝুনু।
মদন বিবাদি হাতে ফুলধনু।"[৫১]

২৩. অভিসার পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে রাধিকার পায়ে বেজে উঠেছে নূপুর। কবি লিখেছেন -

"রুনু রুনু রুনু ঝুনু নু নু নু
বাজত নূপুর কিঙ্কিণী।"[৫২]

২৪. নিম্নোক্ত পদটি 'বাসক-সজ্জা' পর্যায়ের। আলোচ্য পদটিতে রাধিকা চাঁদনি রাতে পত্র পল্লবের শয্যায় কৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। কৃষ্ণ স্পর্শমণি, তাই তিনি নূপুর পরেননি। এমন কি, কোন অলংকারই তিনি পরেননি -

"দুহু মণি – কুণ্ডল দুহুঁ মণি - কঙ্কণ
দুহুঁ নূপুর ইহ রাখি।।"[৫৩]

২৫. নিম্নোক্ত পদটি 'কলহান্তরিতা' পর্যায়ের। পদটিতে রাধিকার শূন্য নূপুরবিহীন পদতল লক্ষ মণির মত অন্ধকার দূর করল -

"কনক মঞ্জির চরণে নাহি পহিরণ
শূন্য চরণে কিয়ে শোভা।"[৫৪]

২৬. 'কলহান্তরিতা' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতেও রাধিকার চরণ-পদ্ম আলতা রাঙা, নূপুর বাজে। কবি লিখেছেন-

"চরণ কমলে রাতুল আলতা
মোহন নূপুর বাজে।"[৫৫]

২৭. আলোচ্য পদটি 'দোল ও ঝুলন' পর্যায়ের। কৃষ্ণের আহ্বানে আত্মসমর্পণ করেছেন রাধিকা। বেশভূষা ভুলে গেলেন। এক বাহুতে নূপুর পরলেন, অপর এক বাহু খালি। কৃষ্ণ ব্যাকুলতায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন তিনি -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"বাহে রঞ্জিত মঞ্জীর একু
একু কুণ্ডল দোলনি।"[৫৬]

২৮. 'দোল ও ঝুলন' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে রাধাকৃষ্ণ নৃত্য করছেন। পায়ের নূপুরে সামান্য শব্দ নেই। এখানে নৃত্যের ধ্বনি নূপুরের শব্দকে পরাভূত করেছে -

"মঞ্জীর মূক এ বড়ি কৌতুক
কিঙ্কিণী কিনিকিনিয়া।।"[৫৭]

২৯. 'দোল ও ঝুলন' পর্যায়ের নিম্নোক্ত পদটিতে নূপুরের শব্দ শুনিয়েছেন কবি। ব্রজবধূদের আনন্দ ধ্বনি শোনা যায় -

"বলয়া নূপুরধ্বনি বাজয়ে অধিক।
শশধর উজ্জ্বল প্রকাশ দশ দিগ।।"[৫৮]

৩০. জ্যোৎস্না রাত্রি। মিলন মুখর রাধা। নূপুর বেজে ওঠে -

"বলয়া নূপুর মণি কিঙ্কিণীর বোল।
মধ্যে মধ্যে সুমিলিত মুরলী উজোর।।"[৫৯]

৩১. 'দোল ও ঝুলন' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতেও নূপুর বাজে। কৃষ্ণের আলিঙ্গন -

"বলয়া নূপুর মণি বাজয়ে কিঙ্কিণী।
রাসরসে রতি রণে কি মধুর শুনি।।"[৬০]

৩২. 'রসালয় ও কুঞ্জভঙ্গ' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতেও মণি দ্বারা তৈরি নূপুরে শব্দ হয় না। কারণ কাপড়ে নূপুরকে বেঁধে ফেলা হয়েছে -

"মণি-মঞ্জির ধনি চরণে পরাওল
উরপর দেওল হার।।"[৬১]

৩৩. 'রসোদগার'-এর এই পদটিতে রাধিকা মিলনের স্মৃতি রোমন্থন করছেন। মণিময় নূপুর যেন পূর্বের মত বেজে উঠেছে-

"যাঁহা মণি - নূপুর তরলিত কলই।
যাঁহা ঘন চন্দন শ্রমজলে গলই।।"[৬২]

৩৪. আলোচ্য পদটিও রসোদগারের। এখানে রাধার নূপুর ধ্বনি অনুসরণ করতে করতে কৃষ্ণ নিজেই তাঁর কাছে এসেছেন-

"নূপুরধ্বনি অনুসার।
আওল মঞ্জীর ঝাঁকার।।"[৬৩]

৩৫. 'বিরহ'-পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে রাধিকা যখন কৃষ্ণ মিলনের জন্য যাত্রা করতেন, তখন সাপ তাঁর পা জড়িয়ে ধরত। সাপের মাথায় মণি থাকত। রাধিকা ভাবতেন, এটি মণিময় নূপুর -

"যাহে লাগি চলই চরণ বেঢ়ল ফণি
মণি - মঞ্জির করি মানি।।"[৬৪]

৩৬. নিম্নোক্ত পদটি 'বিরহ'-পর্যায়ের। পদটিতে রাধিকা খঞ্জনের ধ্বনি শুনে মনে করেছেন এটি বুঝি নূপুরের ধ্বনি। কবি লিখেছেন -

"খঞ্জন - ধ্বনি শুনি উমতি ধাবই
তোহারি নূপুর মানি।।"[৬৫]

৩৭. 'বিবিধ' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে শ্রীরাধার চরণে সাপ জড়িয়ে রয়েছে। তিনি মনে করেছেন – নূপুর বাঁধা রয়েছে। কবি লিখেছেন -

"চরণে বেঢ়ল তাহে নাহি ছন্ধা।
সুন্দরি অন্তরে নূপুর পরিবন্ধা।।"[৬৬]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৩৮. আলোচ্য পদটিও 'বিবিধ' পর্যায়ের। পদটিতে শরৎকালের রাত্রির প্রসঙ্গ এসেছে। ব্রজ রমণীরা প্রেম তরঙ্গে বিহ্বল। নূপুরের শব্দ শোনা যায়। কবি লিখেছেন -

"ঝুনু রুনু রুনু, ঝনক ঝনন, বোলত নূপুর কিঙ্কিণী।
যন্ত্র তন্ত্র তালমান, ধনী ধনী নবযৌবনী।।"[৬৭]

কঙ্কণ : কঙ্কণ অলংকার, আভরণ। এটি 'করভূষণ' নামেও কথিত – 'কঙ্কণং করভূষণং'। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কঙ্কণের আধিক্য অনেক। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কঙ্কণের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার রয়েছে। কঙ্কণকে অবলম্বন করে প্রাচীন কবিরা সেকালের স্ত্রী আচারের পরিচয় রেখে গেছেন। গোবিন্দদাসের কবিতায় কঙ্কণ এসেছে বহুমাত্রিক তাৎপর্যে। কোন পদে কঙ্কণ হস্তের সৌন্দর্য বর্ধন করে। কবি লিখেছেন -

"কনক - কঙ্কিণি কঙ্কণাঙ্গদ
কুণ্ডলাঞ্চিত অংস।"[৬৮]

কিংবা - "রচনে মণ্ডিত মঞ্জির রঞ্জিত
কঙ্কণ কবরি শোহন।"[৬৯]

কোন পদে দেখা যায়, রাধার দেহ ক্ষীণ এবং শীর্ণ হয়ে উঠেছে। আংটি কঙ্কণ হয়ে উঠেছে। আর হাতের কঙ্কণ হয়েছে গলার হার। গোবিন্দদাস লিখেছেন -

"অঙ্গুলিক মুদরি সোই ভেল কঙ্কণ
কঙ্কণ গীমক হার।"[৭০]

কোন পদে কঙ্কণের সাহায্যে আশ্চর্য অনুপ্রাসের শাসন দেখিয়েছেন কবি। কৃষ্ণের বিরহে রাধার জীবন দুঃখে পরিপূর্ণ। রাধার কঙ্কণ এখন উদ্বেগ বৃদ্ধি করে। কিঙ্কিণি শঙ্কা বাড়িয়েছে। কঙ্কণের সঙ্গে কবি কিঙ্কিণির উল্লেখ করেছেন। কিঙ্কিণি এক জাতীয় ঘুঙুর, 'ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা'। রমণীর কটিদেশে কিঙ্কিণির ধ্বনি মধ্যযুগের সাহিত্যে মেলে। কিঙ্কিণি কেবল অলংকার নয়, এটি লোকবাদ্যও বটে। 'কিঙ্কিণির বোল' শব্দটি সেকালে সুপ্রচলিত ছিল। কানের কুণ্ডল সাপের কুণ্ডলীর মত। আশ্চর্য অনুপ্রাসের সৌন্দর্য সমন্বিত পদ এটি -

"কঙ্কণ ঝঙ্কণ কিঙ্কিণি শঙ্কিনি
কুণ্ডল কুণ্ডলি – ভান।"[৭১]

গোবিন্দদাসের অন্যান্য পদে কঙ্কণের উল্লেখ নিম্নরূপ : -

১. 'চিত্রগীত'-পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে রয়েছে কৃষ্ণের অপরূপ অঙ্গকান্তির অলংকরণ সজ্জা। তাঁর পায়ে সোনার কিঙ্কিণি, হস্তে কুণ্ডল শোভা পাচ্ছে -

"কনক-কিঙ্কিণি কঙ্কণাঙ্গদ
কুণ্ডলাঞ্চিত অংস।"[৭২]

২. নিম্নোক্ত পদটি 'মিলন ও সম্ভোগ'-পর্যায়ের। পদটিতে রাধা কৃষ্ণের মিলন কালে কঙ্কণ প্রভৃতি অলংকার বিপর্যস্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে -

"দুহুঁ নূপুর – ধনি দুহুঁ মণি - কিঙ্কিণি
কঙ্কণ-বলয়া-নিসান।।"[৭৩]

৩. 'রাসলীলা' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে দেখা যাচ্ছে, কামনা জর্জর রাধিকার মধুর হাসি। আর কঙ্কণের শব্দ শোনা যায়। কবি লিখেছেন -

"মধুর মধুর কোমল হাস
কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজে রে।।"[৭৪]

৪. 'বিপ্রলব্ধা' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে সারা রাত জেগে জেগে ঘুম কাতর রাধার চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মলিন রাধার হাতের কঙ্কণকে আয়নায় দেখার দরকার পড়ে না। তাঁর বেশভূষাতেই বেশ বোঝা যায়। কবি লিখেছেন -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"হাতক কঙ্কণ কিয়ে দরপণে হেরি
চল তুহুঁ তাকর গেহ।।"[৭৫]

৫. নিম্নোক্ত পদটি 'রাসলীলা' পর্যায়ের। পদটিতে কঙ্কণ রাধিকার শোভা বর্ধন করেছে। কবি লিখেছেন -

"রচনে মণ্ডিত মঞ্জির রঞ্জিত
কঙ্কণ কবরি শোহন।"[৭৬]

৬. 'রসোদগার' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে কিঙ্কিণী ও কঙ্কণের উল্লেখ করা হয়েছে। রাধিকা সখীকে বলেছেন, মিলনের সময় কিঙ্কিণী ও কঙ্কণের শব্দ শোনা যাবে। কবি লিখেছেন -

"যাঁহা কিঙ্কিণি মণি - কঙ্কণ বোলই।
যাঁহা নখ - বিলিখনে দুহুঁ তনু দলই।।"[৭৭]

৭. 'বিরহ' পর্যায়ের নিম্নোক্ত পদটিতে কবি বলেছেন, রাধার দেহ এমন ক্ষীণ হচ্ছে যে, অঙ্গুরি এখন কঙ্কণ হয়েছে। আর হাতের কঙ্কণ গলার হার হল -

"অঙ্গুলিক মুদরি সোই ভেল কঙ্কণ
কঙ্কণ গীমক হার।"[৭৮]

৮. 'অভিসার' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে রাধা অভিসারে যাচ্ছেন। তাঁর দুই হাতে শোভন সুন্দর কঙ্কণ শোভা পাচ্ছে -

"মণিময় কঙ্কণ দুই ভুজে শোভল
শঙ্খ শোভে তার মাঝে।"[৭৯]

৯. এটিও 'অভিসার' পর্যায়ের একটি পদ। কৃষ্ণ সন্ধানে রাধা চলেছেন। তাঁর হাতে সোনার কঙ্কণ। কবি লিখেছেন -

"নীলমণি চুড়ি হাতে কনয়া কঙ্কণ।
শ্যাম অনুরাগে ধনি করিলা গমন।।"[৮০]

১০. 'বিরহ' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে কবি বলেছেন যে, বিরহ কাতর রাধার দশমীর দশা। অর্থাৎ মৃত্যুর দশা উপস্থিত হয়েছে। রাধার দেহ এমন ক্ষীণ হয়েছে যে, এখন আংটি হয়েছে কঙ্কণ। আর হাতের কঙ্কণ হয়েছে গলার হার। কবি লিখেছেন -

"অঙ্গুলিক মুদরি সোই ভেল কঙ্কণ
কঙ্কণ গীমক হার।"[৮১]

১১. আলোচ্য পদটিও 'বিরহ' পর্যায়ের। রাধার বিরহ শেষ হয় না। কঙ্কণ উদ্বেগ বৃদ্ধি করে, কিঙ্কিণী শঙ্কা বাড়ায়। কবি লিখেছেন –

"কঙ্কণ ঝঙ্কণ কিঙ্কিণি শঙ্কিনি
কুণ্ডল কুণ্ডলি – ভান।"[৮২]

১২. 'বিবিধ' বিষয়ক আলোচ্য পদটিতে দেখা যাচ্ছে, রাধিকার হাতে মণিময় কঙ্কণ। কবি লিখেছেন -

"মণিময় কঙ্কণ দুই ভুজে শোহই
শঙ্খ শোভই দুহু মাঝ।।"[৮৩]

১৩. নিম্নোক্ত পদটি 'অভিসার' পর্যায়ের। পদটিতে কবি লিখেছেন, রাধার হাতে রয়েছে সোনার কঙ্কণ -

"নীলমণি চুড়ি হাতে কনয়া কঙ্কণ।
শ্যাম অনুরাগে ধনি করিলা গমন।।"[৮৪]

কুণ্ডল : 'কুণ্ডল' কর্ণভূষণ। কর্ণ আভরণ। কুণ্ডল একপ্রকার প্রাচীন অলংকার। কুণ্ডল কর্ণের শোভাবর্ধন করে। মানব শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। মহাভারতের মহারথী কর্ণের কুণ্ডল তাঁকে চিরন্তন করে তুলেছে। গোবিন্দদাসের কয়েকটি পদে কুণ্ডল এসেছে। কৃষ্ণের রূপ আশ্চর্য শোভাময়। কৃষ্ণের স্কন্ধদেশে কুণ্ডল শোভা পাচ্ছে। কবি লিখেছেন -

"কনক-কিঙ্কিণি কঙ্কণাঙ্গদ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কুণ্ডলাঞ্চিত অংস।”[৮৫]

কৃষ্ণের সরস কপোলে মণিকুণ্ডল শোভা পাচ্ছে। কবি লিখেছেন -

“কিশলয় - বলিত ললিত মণি - কুণ্ডল
মণ্ডিত গণ্ডমুকুর উজিয়ার।।”[৮৬]

অপর একটি পদে দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণের প্রেমে আপ্লুত গোপীরা নিজেদের বেশভূষা করতেও ভুলে গেছেন। এক চোখে কাজলের রেখা এঁকেছেন। বাহুতে একখানি নূপুর পরেছেন। আর এক কানে একটি কুণ্ডল দোল খাচ্ছে। গোবিন্দদাস লিখেছেন -

“বিছুরি গেহ নিজহুঁ দেহ
একু নয়নে কাজর - রেহ
বাহে রঞ্জিত মঞ্জীর একু
একু কুণ্ডল দোলনি।।”[৮৭]

এছাড়া গোবিন্দদাসের নিম্নোক্ত পদে কুণ্ডল এসেছে নিম্নরূপে -

১. ‘চিত্রগীতি’ পর্যায়ের পদ এটি। কৃষ্ণের স্কন্ধদেশেও কুণ্ডল। কবি লিখেছেন -

“কনক - কিঙ্কিণি কঙ্কণাঙ্গদ
কুণ্ডলাঞ্চিত অংস।”[৮৮]

২. ‘বাল্যলীলা ও গোষ্ঠ’ পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণের আভরণ শোভন সুন্দর কুণ্ডল। কবি লিখেছেন -

“কিশলয় – বলিত ললিত মণি - কুণ্ডল
মণ্ডিত গুণ্ডমুকুর উজিয়ার।”[৮৯]

৩. ‘বাসক-সজ্জা’ পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে রাধিকা কিশলয় সজ্জায় কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি মণিকুণ্ডল প্রভৃতি অলংকার পরেননি। কেননা কৃষ্ণই তাঁর স্পর্শমণি স্বরূপ -

“দুহু মণি কুণ্ডল দুহুঁ মণি - কঙ্কণ
দুহুঁ নূপুর ইহ রাখি।”[৯০]

৪. আলোচ্য পদটি ‘দোল ও ঝুলন’ পর্যায়ের অন্তর্গত। এখানে রাধিকা কৃষ্ণ অন্তঃপ্রাণা। আত্মবিস্মৃত তিনি। নিজের বেশভূষা করতে তিনি ভুলে গেছেন। তাঁর এক কানেই কেবল কুণ্ডল দুলছে। আর এক কানে অলংকার পরতে তিনি ভুলে গেছেন। কবি লিখেছেন -

“বাহে রঞ্জিত মঞ্জীর একু
একু কুণ্ডল দোলনি।।”[৯১]

৫. এই পদটিও ‘দোল ও ঝুলন’ পর্যায়ের। কৃষ্ণের কানে কুণ্ডল। মৃদু দোলন। কবি লিখেছেন -

“নাচে যদুবীর শির করি থির
কুণ্ডল মৃদু দোলনিয়া।”[৯২]

৬. নিম্নোক্ত পদটিও ‘দোল ও ঝুলন’ পর্যায়ের পদ। পদটিতে কানের কুণ্ডল রাধা ও কৃষ্ণ উভয়েরই সৌন্দর্য বর্ধন করেছে। কবি লিখেছেন -

“কর্ণে ঝলমল মকর কুণ্ডল
রুচির গণ্ড-বিহার।।”[৯৩]

এই কবি গোবিন্দদাস। তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রবর্ধমান উত্তরাধিকার। একালের সহৃদয় পাঠক তাঁর কবিতায় আজও শোনে নূপুরের ধ্বনি। কিন্তু একালের রমণীরা আর পায়ে নূপুর পরে না। আধুনিক কবিদের কবিতায় নূপুরের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। নূপুর আজ লুপ্তপ্রায় লোকশিল্প।

২

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গোবিন্দদাসের কবিতা লোকশিল্পের মোড়কে বোনা। সমকালের লোকশিল্প কবির কবিতা সৃষ্টির মৌল একক। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের দীর্ঘ পরম্পরায় বিষয় নির্ভর অনুসন্ধানই পূর্বাচার্য সমালোচকদের প্রধান গন্তব্য ক্ষেত্র ছিল। কেবল বিষয় নির্ভরতার উপরে কোন মেধাবী সৃষ্টি গড়ে উঠতে পারে না। কবিতায় কবি ছবি আঁকেন। শিল্প প্রতিমাকে প্রতীক-চিত্রকল্পে দ্যোতিত করেন। রূপকের তাৎপর্যে কবিতা হয়ে ওঠে অনন্য। লোকশিল্পকে কবি পূর্ণতর সম্ভাবনা নিয়ে হাজির করেন কবিতায়। শিল্পের বন্ধনে কবিতা হয়ে ওঠে তাৎপর্যপূর্ণ, সপ্রাণ কবিতার ভাব সমষ্টিকে কবি শিল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনায় অর্থ পূর্ণ করে তোলেন। কবিতা হয়ে ওঠে সাংকেতিক, গতিশীল। লোকশিল্পের ব্যবহার তাৎপর্যে তা নিয়ে কবি সৃষ্টি করেন কবিতার আভরণ।

বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস ছবি আঁকেন। শিল্পকে অঙ্গীকার করেই তাঁর কবিতার পথ নির্মাণ। মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিরা শিল্পের মৌনতাকে কবিতার অবয়বে বিম্বিত করেছেন। বৈষ্ণব কবিতায় গোবিন্দদাস এক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। লোকশিল্পের শব্দ ঝংকার কবির কবিতায় এনেছে চিত্র ও সুরের মূর্ছনা। কবিতায় নূপুরের ঝঙ্কার অভিসারিণী রাধার গতীয় সত্তার প্রতীক। গোবিন্দদাসের কবিতায় অলংকার ব্যবহারের প্রাচুর্য রীতিমত বিস্ময় সৃষ্টি করে। বিদ্যাপতি রাজসভার কবি। তিনি সোনার কবি। অপরপক্ষে বাঙালি কবি গোবিন্দদাস বাংলাদেশের জল হাওয়ায় বসে অলংকার দিয়েই রাধা সৌন্দর্যের অশেষত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণিঃ' গ্রন্থে লিখেছেন, রাধা ও তাঁর সখীবৃন্দ কুসুমপ্রিয় ছিলেন। তাঁরা ফুলের অলংকার নির্মাণে খুবই পটু ছিলেন। গোবিন্দদাসের পদে ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশের অলংকার-সংস্কৃতির পরিচয় ফুটে উঠেছে। ড. বিমানবিহারী মজুমদার 'গোবিন্দদাসের পদাবলী' - গ্রন্থে কবির প্রায় ৮৫৪টি পদ সংকলন করেছেন। লক্ষণীয় কবির খুব কম পদই আছে, যেগুলি একান্তই অলংকার বর্জিত। আসলে মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক বাংলাদেশে অনেক অভিজাত ভূস্বামী ছিলেন। প্রাগ্রসর স্বর্ণকারেরা ছিলেন সমাজে গণ্যমান্য। এঁদের সমাজ মান্যতা ছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকে এঁরা এগিয়ে ছিলেন। বৈষ্ণবীয় নন্দনতত্ত্বের সাধারণ নিয়মে কবি শ্রীরাধিকার সৌন্দর্যমূর্তি এঁকেছেন। কবির কবিতায় 'প্রভাত-লীলা'র অনেক পদেই রয়েছে ভোরাইয়ের সুর। রাধা ফুল তোলেন, মালা গাঁথেন, গলায় পরেন। এই পর্যায়ের কোন পদে তিনি গলায় পরেছেন মণিময় সোনার হার। আবার গোধূলি বেলায় রাখাল বালকের সঙ্গে যখন কৃষ্ণ বাড়ি ফেরেন, ঝাঁপ দেন মাতা যশোদার বক্ষে, তখন তাঁর গলায় থাকে শোভন সুন্দর হার। পদের পর পদে এভাবেই কবি হারকে বৈষ্ণব কবিতায় ব্যবহার করে নায়ক-নায়িকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। হারকে কখনো বাসুকী সর্পের সঙ্গে তুলনা করেছেন কবি। কখনো স্বর্ণকার রূপী কৃষ্ণ আপন হাতে গড়েছেন প্রেমের হার। পরিয়েছেন রাধার গলায়। রাধা, কৃষ্ণ এবং চৈতন্য তিন জনেই গলায় পরেছেন গজমোতির হার। কৃষ্ণের রূপ দেখে কুলবতী রমণীরাও স্থির থাকতে পারেন না।

মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যের সব থেকে বড় পাওনা অলংকার রূপে নূপুরের বহুল ব্যবহার। কবি গোবিন্দদাস নূপুর ব্যবহারে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের অনেক কবিদের ছাপিয়ে গেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে নূপুরের এমন ধ্বনি কোন কবির কবিতায় ফুটে ওঠেনি। পদাবলীর প্রায় সমস্ত পর্যায়েই তিনি নূপুরের ব্যবহার করেছেন। শ্রীরাধিকার পায়ে নূপুর বাজে – রুনু রুনু রুনু ঝুনু নু নু নু। নূপুরের এ ধ্বনি গোবিন্দদাসীয় – সৃষ্টিকে মোহিত করে। আর অভিসার যাত্রার প্রাক্কালে কবির রাধা যে দুর্লঙ্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রমের অভ্যাস করেছেন, তপস্যা পথের সাধনকালে তিনি নূপুরের মুখ বেঁধে ফেলেছেন। কর্মের সাধনা অলীক নয়। সাধনার ঋতপথই লক্ষ্য লাভের উপায়। কঠোর অন্তরের সত্যরূপে প্রেমিক কৃষ্ণকে লাভ করতে চেয়েছেন রাধিকা। অনুরূপে যেমন কঙ্কণ ও কুণ্ডল বৈষ্ণব পদাবলীর নায়ক নায়িকার শ্রী ও সৌন্দর্যের দীপাধার, ঠিক তেমনি কবিতায় অনুপ্রাসিত ধ্বনির বহমান উৎসার। কবি গোবিন্দদাস অবলীলায় সহজ পথে, সহজ গতিশীল জীবনের মতই মধ্যযুগের চেনা অলংকার সংযোগে রাধা ও কৃষ্ণের অপরূপ রূপ সৌন্দর্যের চিরন্তন মূর্তি নির্মাণ করেন। গোবিন্দদাসের রাধা মর্ত্য পৃথিবীর বাস্তব রমণী। নূপুর বেঁধেই অভিসার যাত্রার প্রস্তুতি নেন তিনি। আধ্যাত্মিক সত্যলাভের সিঁড়ি তাঁর জন্য প্রস্তুত রয়েছে। স্বর্গের নীলাকাশে তিনি চোখ রাখেন। পৃথিবীময় ধ্বনিত হয় তাঁর পদশব্দ, নূপুরের নিক্কন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Reference:

১. গোবিন্দদাস, 'ধনি কানড় – ছাঁদে বাঁধে কবরী (শ্রীরাধার রূপ ১৮০ সংখ্যক পদ), গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃ. ৯৪ - ৯৫
২. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৩০, পৃ. ২২
৩. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৩০৩, পৃ. ১৫৯
৪. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৩৫২, পৃ. ১৮১
৫. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ১, পৃ. ৩
৬. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৩৮, পৃ. ২৪
৭. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৪০২, পৃ. ২০৪
৮. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা ৫৫০, পৃ. ২৭১
৯. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৫৯, পৃ. ৩৬
১০. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৬৩, পৃ. ৩৮
১১. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৬৭, পৃ. ৪০
১২. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৯১, পৃ. ৫০
১৩. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৯৪, পৃ. ৫১
১৪. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ১৪৮, পৃ. ৭৮
১৫. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ১৫৭, পৃ. ৮৩
১৬. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ১৭০, পৃ. ৯০
১৭. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ১৮১, পৃ. ৯৫
১৮. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ১৯০, পৃ. ১০১
১৯. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ২০৮, পৃ. ১১৩
২০. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ২৬৬, পৃ. ১৪১
২১. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ২৭১, পৃ. ১৪৩
২২. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ২৯৬, পৃ. ১৫৬
২৩. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৫৪৮, পৃ. ২৭০
২৪. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৫৯৩, পৃ. ২৯১
২৪.ক. গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, প্রাচীন শিল্প – পরিচয়, নূপুর, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৪২৫, পৃ. ৭২
২৫. গোবিন্দদাস, গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৬৬, - উদ্ধৃত অলংকারগুলির পদসংখ্যা এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা তথ্যসূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে গৃহীত।
২৬. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৫৪, পৃ. ৩৪
২৭. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ১৫৬, পৃ. ৮২
২৮. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ১৭৩, পৃ. ৯১
২৯. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৩৯০, পৃ. ২০০
৩০. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৭০৮, পৃ. ৩৪৪
৩১. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ১৫, পৃ. ১৪
৩২. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৫৪, পৃ. ৩৪
৩৩. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ১০৫, পৃ. ৫৪
৩৪. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ১১১, পৃ. ৫৬

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৩৫. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ১৩৪, পৃ. ৭০
৩৫.ক. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ১৪৪, পৃ. ৭৬
৩৬. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ১৫০, পৃ. ৭৯
৩৭. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ১৫৪, পৃ. ৮১
৩৮. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ১৫৬, পৃ. ৮২
৩৯. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ১৬০, পৃ. ৮৫
৪০. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা -১৬৩, পৃ. ৮৭
৪১. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ১৬৪, পৃ. ৮৭
৪২. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ১৭৩, পৃ. ৯১
৪৩. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ১৮৫, পৃ. ৯৮
৪৪. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৩০৭, পৃ. ১৬০
৪৫. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৩৪৭, পৃ. ১৭৮
৪৬. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৩৫১, পৃ. ১৮১
৪৭. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৩৪৮, পৃ. ১৭৯
৪৮. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৩৬৬ ,পৃ. ১৮৯
৪৯. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৩৭০, পৃ. ১৯১
৫০. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৩৮৪, পৃ. ১৯৮
৫১. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৩৮৮, পৃ. ২০০
৫২. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৩৯০, পৃ. ২০০
৫৩. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৪১৮, পৃ. ২১২
৫৪. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৫২৪, পৃ. ২৬১
৫৫. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৫২৯, পৃ. ২৬৩
৫৬. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৫৫৫, পৃ. ২৭৩
৫৭. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ৫৫৯, পৃ. ২৭৬
৫৮. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৫৬০, পৃ. ২৭৬
৫৯. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৫৬১, পৃ. ২৭৬
৬০. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৫৬৯, পৃ. ২৮০
৬১. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৫৮৩, পৃ. ২৮৫
৬২. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৫৮৬, পৃ. ২৮৭
৬৩. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৫৯৯, পৃ. ২৯৪
৬৪. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৬১৭, পৃ. ৩০৩
৬৫. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৬৭১, পৃ. ৩৩১
৬৬. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৭০৭, পৃ. ৩৪৪
৬৭. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৭০৮, পৃ. ৩৪৪
৬৮. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ১১৯, পৃ. ৬১
৬৯. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৫৬৬, পৃ. ২৭৮
৭০. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৬৫৭, পৃ. ৩২৫
৭১. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৬৫৯, পৃ. ৩২৫

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 16
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৭২. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ১১৯, পৃ. ৬১
৭৩. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৩০৭, পৃ. ১৬০
৭৪. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৫৫২, পৃ. ২৭১
৭৫. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৪৪৬ (খ), পৃ. ২২৬
৭৬. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৫৬৬, পৃ. ২৭৮
৭৭. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৫৮৬, পৃ. ২৮৭
৭৮. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা -৬৫৭, পৃ. ৩২৫
৭৯. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৩৭৬, পৃ. ১৯৫
৮০. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৩৮৫, পৃ. ১৯৯
৮১. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৬৫৭, পৃ. ৩২৫
৮২. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৬৫৯, পৃ. ৩২৫
৮৩. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৭২৫, পৃ. ৩৪৯
৮৪. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৩৮৫, পৃ. ১৯৯
৮৫. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ১১৯, পৃ. ৬১
৮৬. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ১৫৩, পৃ. ৮১
৮৭. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৫৫৫, পৃ. ২৭৩
৮৮. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা – ১১৯, পৃ. ৬১
৮৯. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ১৫৩, পৃ. ৮১
৯০. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৪১৮, পৃ. ২১২
৯১. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৫৫৫, পৃ. ২৭৩
৯২. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৫৫৯, পৃ. ২৭৬
৯৩. পূর্বোক্ত, পদসংখ্যা - ৫৬৩, পৃ. ২৭৭